প্রথম আলো

তারিখ 22 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা

সত্য অস্বীকার নয়, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের রাতেই ফাঁস হয়ে যায়, যা পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে গভীর শঙ্কা তৈরি করেছে। 'ঘ' ইউনিটে ১ হাজার ৬১০টি আসনের বিপরীতে ৯৮ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন।

'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় হাতেনাতে কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ধরা পড়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অস্বীকৃতি রহস্যজনক। তারা বলছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি। যদি সেটাই হবে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কেন ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করলেন, যাঁদের মধ্যে প্রশ্নপত্র জালিয়াতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও পরীক্ষার্থীরাও আছেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, পরীক্ষা শুরুর পর পরীক্ষার হল থেকে প্রশ্ন বাইরে চলে গেছে। অথচ *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে কয়েকজনের ই-মেইলে পরদিনের ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি অংশের ২৪টি প্রশ্ন পাঠানো হয়। পরীক্ষা শুরুর অন্তত আধা ঘণ্টা আগে কয়েকজনের মুঠোফোনে ওই সব প্রশ্নের উত্তরের একটি লিখিত কপি খুদে বার্তা হিসেবে পাঠানো হয়। ওই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে প্রশ্নপত্রের অবিকল মিল পাওয়া যায়।

জালিয়াতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মহিউদ্দিন রানা ও ফলিত রসায়নের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুনকে পরীক্ষার আগের রাতে আটক করা হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষা চলার সময় বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১৩ জনকে আটক করা হয়। এ ঘটনার পরই শুক্রবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে মহিউদ্দিন রানাকে বহিষ্কারের ঘোষণা আসে।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, যখন ছাত্রলীগের কোনো নেতা-কর্মী অঘটনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বহিষ্কারাদেশ জারি করে। আগে থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আর রানার ক্ষেত্রে 'দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের' কথা বলে তাঁর অপরাধকে লঘু করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ২০০৯ ও ২০১০ সালেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। প্রশ্নপত্র তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাইরের কোনো তথ্য পাঠানো সম্ভব নয়। সত্য অস্বীকার না করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তাতে অন্তত ভবিষ্যতে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা থেকে দেশের শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি রক্ষা পাবে।